হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বকুল

দেখি প্রতিবার
আয়ুর আধার
ক'রে দিয়ে ক্ষীণ—
আসে জন্মের
নতুন সে-দিন।

মেঘ হয়ে আমি
উড়তে-উড়তে—
বনপথে নামি
ঘুরতে-ঘুরতে।

জন্মের কথা—
দেখি আছে লেখা
প্রতি গাছে-গাছে।

মৃত্যু-পেরোনো
আঁধার-পেরোনো
আত্মবিভাসে—
সবুজ পাতারা
মর্মের টানে
জন্মের গানে
রেখে যায় বুঝি
আকুল ইশারা।

নীচে দেখি তার—
এ-কূল ও-কূল
পূর্ণ ক'রেই
প'ড়ে আছে কিছু
শান্ত বকুল।

লুপ্ত

প্রতিদিন আমি
খুলে-খুলে যাই—
অশ্রুর মতো
অগ্নির মতো
দামিনীর মতো
বাতাসের মতো।

কেউ-ই বোঝে না,
আমার অশ্রু
আমার অগ্নি
আমার দামিনী
আমার বাতাস—

আসলে কেবল
সে ঈশ্বরেরই
লুপ্ত অতল
দীর্ঘশ্বাস।

অনভিজ্ঞান

খুলে দেব দ্বার—
যদি সাধ হয়
বসো একবার।

ডেকেছি এভাবে
আলোকে হাওয়াকে,
অথবা কখনো
সেই বন্ধুকে—
যাকে চিনতাম
আঁধার বলেই—

খুব নীচু স্বরে
তাকে ডাকতাম
রাত্রি হলেই।

আমার বন্ধু
সে ছিল নীরব।

অপরিচয়-ই
তার বৈভব।